ভারতে রুফটপ সোলার-এ পাখির চোখ অনাবাসী বাঙালির স্টার্ট-আপ সংস্থার

এই সময়: ভারত সহ সারা বিশ্বের রুফটপ সোলার বাজারকে পাখির চোখ করেছে মার্কিন অধিবাসী বাঙালি দীপ চক্রবর্তীর স্টার্ট-আপ সংস্থা এনঅ্যাক্ট। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা দীপ আইআইটি খড়্গপুরের প্রাক্তনী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর এখন একটাই লক্ষ্য, আবাসন, বিভিন্ন বেসরকারি ভবন ও কলকারখানায় সৌরছাদ গড়ার ক্ষেত্রে সফ্‌টওয়্যার ভিত্তিক 'ওয়ান স্টপ সলিউশনস্' সরবরাহ করা। আগ্রহী সংস্থার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য লিজ চুক্তি করে সমস্ত পরিকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংবহন ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা। পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রতি মাসে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য বণ্টন সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ বিলে একটা বড় অর্থ ছাড় পাবে। পশ্চিমবঙ্গে এ বছর সৌরছাদ গড়ার ব্যবসায় প্রবেশ করে এনঅ্যাক্ট এখনও পর্যন্ত ইডেন রিয়্যালটির সঙ্গে ২.২ মেগাওয়াট উৎপাদন করার জন্য চুক্তি করেছে। অম্বুজা রিয়্যালটির সঙ্গেও কথা চলছে বলে জানান দীপ।

তাঁর কথায়, 'ভারতে এখনও পর্যন্ত ১০ গিগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরছাদ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্র, এনসিআর, পশ্চিমবঙ্গ ও কনটিকে সৌরছাদের বাজার প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা। আমরা ইতিমধ্যেই এই চার জায়গায় ১০০ মেগাওয়াটের বেশি সৌরছাদ গড়া ও রক্ষণাবেক্ষণের বরাত পেয়েছি। আগামী পাঁচ বছরে বেসরকারি ক্ষেত্রে যে হারে সৌরছাদ গড়ে উঠবে, তা হবে ভারতে অচিরাচরিত শক্তি ক্ষেত্রে গেম চেঞ্জার।'

এনঅ্যাক্ট প্রতিষ্ঠাতা দীপ চক্রবর্তী

ভারত ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব সহ সাতটি দেশে সংস্থাটির ব্যবসা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সৌরছাদের ক্ষেত্রে আগামী বছরেই বাণিজ্যিক সৌরছাদ তৈরিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান হয়ে যাবে ভারত। তাই ভারতে সৌরছাদের নকশা তৈরি, যন্ত্রপাতির জোগাড়, চুক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণ—এক কথায়, সমস্ত পরিষেবা নিয়ে হাজির দীপের চার বছর বয়সী এই সংস্থা। কেন ভারতে আরও বেশি সংখ্যায় সৌরছাদ গড়ে উঠবে? তাঁর জবাব, 'সবথেকে বড় কারণ, চার বছর পর থেকেই লগ্নিকারীরা রিটার্ন পাওয়া শুরু করবেন। সেই কারণেই আমরা বেসরকারি বাজার ধরাকে পাখির চোখ করেছি।'

> রাজ্যে সৌরছাদ গড়ার ব্যবসায় চলতি বছরে প্রবেশ করে এনঅ্যাক্ট আপাতত ইডেন রিয়েলটির সঙ্গে ২.২ মেগাওয়াট উৎপাদনের চুক্তি করেছে। অম্বুজা রিয়েলটির সঙ্গেও কথা চলছে

সস্তার আবাসনে থাকার খরচ সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে রাখতে ইডেন রিয়্যালটির সোলারিস সিটি শ্রীরামপুর ও সোলারিস জোকা— দুটি প্রকল্পেই রুফটপ সোলার প্যানেল গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। ফলে, উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ সরাসরি গ্রিডে চলে যাবে, পরিবর্তে গ্রিড থেকে নিখরচায় পাওয়া বিদ্যুৎ প্রকল্প দুটির কমন এরিয়ার শক্তি প্রয়োজন মেটাবে। ইডেন রিয়্যালটি চেয়ারম্যান সচ্চিদানন্দ রাই বলেন, 'সস্তার আবাসনে মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচের ৬০ শতাংশ ব্যয় হয় বিদ্যুৎ খাতে। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ খাতে কোনও খরচ পড়বে না এবং মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বর্গফুট পিছু ৭০-৭৫ পয়সা হবে, যা এখন তিন টাকার মতো। আমরা সস্তার আবাসন নির্মাণের পাশাপাশি অ্যাফর্ডেবল লিভিং না থাকলে আসল লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়।'